দৈনিক জনকণ্ঠ

৮/৯/২০০০

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ...১১... কলাম ...৬...

৩য় বিভাগ/শ্রেণীপ্রাপ্ত এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের শূন্য পদে নিয়োগের আবেদন

বিগত সরকারের আমলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, ৩য় শ্রেণী/বিভাগপ্রাপ্ত শিক্ষদের এমপিওভুক্ত করা হবে না, তবে ইতোপূর্বে যারা এমপিওভুক্ত হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এ সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য হবে না। তবে একটি বিষয় অস্পষ্ট থেকে গেছে যে, ৩য় শ্রেণী/বিভাগপ্রাপ্ত এমপিওভুক্ত কোন শিক্ষক অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতে চাইলে সে আবেদন করতে পারবে কি-না বা তার আবেদনপত্র গৃহীত হবে কি-না। এর ফলে দেখা যাচ্ছে যে, কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নতুন নিয়োগের ক্ষেত্রে এমপিওভুক্ত ৩য় শ্রেণী/বিভাগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের আবেদনের সুযোগ দিয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিচ্ছে না এবং কতিপয় বিষয়ে সকল পরীক্ষায় ২য় শ্রেণীপ্রাপ্ত প্রার্থী না পাওয়ায় ঐ পদগুলো শূন্যই থেকে যাচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষাদান ব্যাহত হচ্ছে।

এমন অনেক এমপিওভুক্ত ৩য় শ্রেণী/বিভাগপ্রাপ্ত শিক্ষক রয়েছেন যাঁরা তাঁদের নিজস্ব থানা বা জেলার বাইরে বেসরকারী স্কুল, কলেজ বা মাদ্রাসায় কর্মরত রয়েছেন। তাঁরা সুযোগ পেলে নিজেদের এলাকায় অবস্থিত স্কুল, কলেজ বা মাদ্রাসায় চাকরি করতে গভীরভাবে আগ্রহী। কেননা বেসরকারী শিক্ষকদের বেতন খুবই কম। বাড়ি ভাড়া পান না বললেই চলে। যা বেতন পান তা একই স্কেলে কর্মরত একজন সরকারী শিক্ষকের বেতনের অর্ধেকেরও কম। তাও আবার অনিয়মিত। এমতাবস্থায় বাড়ি ভাড়া করে পরিবার-পরিজন নিয়ে সংসার চালানো যে কতটা কষ্টের এবং পীড়াদায়ক তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কারও পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এ ছাড়াও অবসরকালীন কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা তাদের জন্য নেই বললেই চলে। এখন যোগাযোগ ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। কাজেই একজন শিক্ষক যদি তাঁর নিজের বাড়িতে থেকে নিজস্ব এলাকায় কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতে পারে, তাহলে তাঁর যেমন আর্থিক সাশ্রয় হবে, তেমনি ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো কাটিয়ে ওঠার সুযোগ পাবেন। এবং সেক্ষেত্রে তিনি তাঁর পেশাগত কাজে ভালভাবে মনোনিবেশ করার যেমন সুযোগ পাবেন তেমনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

বিধায় এমপিওভুক্ত ৩য় শ্রেণী/বিভাগপ্রাপ্ত বেসরকারী শিক্ষকদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শূন্য পদে নিয়োগের জন্য আবেদন করার সুযোগ দেয়ার জন্য মাননীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং একই সঙ্গে উভয় প্রতিষ্ঠানের প্রধানের সম্মতিসাপেক্ষে বেসরকারী স্কুল, কলেজ এবং মাদ্রাসায় বদলি প্রথা চালু করা যায় কি-না তা ভেবে দেখার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ এবং মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আশা করা যায়, এর একটা ইতিবাচক প্রভাব বেসরকারী বিদ্যালয়ে শুভ ফল বয়ে আনবে।

হোসাইন মকবুল
প্রভাষক, আদর্শ কলেজ, রাজশাহী।